আপনার প্রশ্ন নং ১: কিভাবে হজরত ঈসার পক্ষে বেগুনাহ হওয়া সম্ভব, যেহেতু তিনি বিবি মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

আমাদের উত্তর: গুনাহ্ এবং মৃত্যু আদমের রক্তরেখার মাধ্যমে সমগ্র মানবজাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিল। হজরত ঈসা আদমের রক্তে মিশে যাননি এবং আদমের "গুনাহ্-ভরা মানব প্রকৃতির" উত্তরাধিকারী হননি। হজরত ঈসাকে অলৌকিকভাবে গর্ভধারণ করানো হয়েছিল এবং এই পৃথিবীতে আনা হয়েছিল বিবি মরিয়ম নামের এক কুমারী যুবতীর মাধ্যমে। যা ছিলো এই পৃথিবীতে হজরত ঈসার আসার প্রায় ৭০০ বছর আগে হজরত ইশাইয়া লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর সঠিক পরিপূর্ণতা।

- ইশাইয়া ৭:১৪ কাজেই দীন-দুনিয়ার মালিক নিজেই তোমাদের কাছে একটা চিহ্ন দেখাবেন। তা হল, একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।

- ইশাইয়া ৯:৬ এই সমস্ত হবে, কারণ **একটি ছেলে আমাদের জন্য জন্মগ্রহণ করবেন,** একটি পুত্র আমাদের দেওয়া হবে। শাসন করবার ভার তাঁর কাঁধের উপর থাকবে, আর তাঁর নাম হবে আশ্চর্য পরামর্শদাতা, **শক্তিশালী আল্লাহ্,** চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির বাদশাহ্।

- মথি ১:২২-২৩ এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: “একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানূয়েল।” এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে আল্লাহ্।

চিরন্তন সুনিশ্চিত সত্য:

- ১ করিন্থীয় ১৫:২১-২২ একজন মানুষের মধ্য দিয়ে মৃত্যু এসেছে বলে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে ওঠাও একজন মানুষেরই মধ্য দিয়ে এসেছে। আদমের সংগে যুক্ত আছে বলে যেমন সমস্ত মানুষই মারা যায়, তেমনি মসীহের সংগে যারা যুক্ত আছে তাদের সবাইকে জীবিত করা হবে;

- রোমীয় ৫:১২ একটি মানুষের মধ্য দিয়ে গুনাহ্ দুনিয়াতে এসেছিল ও সেই গুনাহের মধ্য দিয়ে মৃত্যুও এসেছিল। সব মানুষ গুনাহ্ করেছে বলে এইভাবে সকলের কাছেই মৃত্যু উপস্থিত হয়েছে।

- রোমীয় ৫:১৯ যেমন একজন মানুষের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই গুনাহ্গার বলে ধরা হয়েছিল, তেমনি একজন মানুষের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে অনেককেই ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হবে।

আপনার প্রশ্ন নং ২: কেউ যদি হজরত ঈসাকে গ্রহণ করার পর গুনাহপূর্ণ আচরণে লিপ্ত থাকে, তাহলে কি তাদের নাজাত হারানোর সম্ভাবনা আছে?

আমাদের উত্তর: না! "নতুন জন্মগ্রহণকারী ঈমানদারের নাজাত হারানোর কোন সম্ভাবনা নেই। একজন ঈমানদার, যখন সে অনুগ্রহ এবং রুহানী পরিপক্কতায় বৃদ্ধি পায়, তখন নিজেকে কম এবং কম গুনাহ্ করা উচিত, যদিও সে পৃথিবীতে পরিপূর্ণতা অর্জন করবে না। এই "দুই শাখার সত্য"- এর অন্য শাখাটি হল: ঈমানদাররা মসীহর-সদৃশতায় বেড়ে উঠলে তারা **গুনাহ্ ঘৃণা করে** এবং **ধার্মিকতাকে ভালবাসায়** প্রতিটি রূপে বেড়ে ওঠে। ঠিক যেমন আমাদের নাজাত দাতা গুনাহকে পুরোপুরি ঘৃণা করতেন এবং ধার্মিকতাকে ভালোবাসতেন।

এইভাবে, ঈমানদাররা গুনাহপূর্ণ আচরণের দ্বারা ক্রমবর্ধমান এবং গভীরভাবে বিষিয়ে উঠবে। এটি "একটি গরম চুলা স্পর্শ করলে তাপ লাগার মতো। অতীতের গুনাহপূর্ণ আচরণগুলি ব্যথার জন্ম দেয় এবং আমাদের গুনাহ্ থেকে দূরে সরে যেতে সতর্ক করে। এই যন্ত্রণা আমাদের সাহায্য করে এবং আমাদেরকে মন্দকে প্রত্যাখ্যান করতে সাহায্য করে যেখানে আমরা

গুনাহ্ করতে প্রলুব্ধ হই। কিন্তু, পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুর পর পর্যন্ত আমাদের গুনাহপূর্ণ প্রবণতার উপর আমাদের সম্পূর্ণ বিজয় হবে না।

সুমধুর সুনিশ্চিত সত্য:

- রোমীয় ৮:১৪-১৭ কারণ যারা আল্লাহ্‌র রুহের পরিচালনায় চলে তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান। তোমরা তো গোলামের মনোভাব পাও নি যার জন্য ভয় করবে; তোমরা আল্লাহ্‌র রুহ্‌কে পেয়েছ যিনি তোমাদের সন্তানের অধিকার দিয়েছেন। সেইজন্যই আমরা আল্লাহ্‌কে আব্বা, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকি। পাক-রুহ্‌ও নিজে আমাদের দিলে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান। আমরা যদি সন্তানই হয়ে থাকি তবে আল্লাহ্ তাঁর সন্তানদের যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন আমরা তা পাব। মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা পাবেন আর আমরাও তাঁর সংগে তা পাব, কারণ আমরা যদি মসীহের সংগে কষ্টভোগ করি তবে তাঁর সংগে মহিমারও ভাগী হব।

- রোমীয় ৮:৩৭-৩৯ কিন্তু যিনি তোমাদের মহব্বত করেন তাঁর মধ্য দিয়ে এই সবের মধ্যেও আমরা সম্পূর্ণভাবে জয়লাভ করছি। আমি এই কথা ভাল করেই জানি, মৃত্যু বা জীবন, ফেরেশতা বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু কিংবা অন্য কোন রকম শক্তি, অথবা আসমানের উপরের বা দুনিয়ার নীচের কোন কিছু, এমন কি, সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে কোন ব্যাপারই আল্লাহ্‌র মহব্বত থেকে আমাদের দূরে সরিয়ে দিতে পারবে না। আল্লাহ্‌র এই মহব্বত আমাদের হযরত ঈসা মসীহের মধ্যে রয়েছে।

আলোচনার জন্য তফসির: যখন একজন ব্যক্তি হজরত ঈসা মসীহে ঈমান আনেন এবং সারা জীবনের জন্য তাঁকে ঈমান আনেন, তখন আল্লাহ সেই ব্যক্তির জীবনে প্রবেশ করার জন্য পাক রুহ পাঠান। হজরত ঈসা এটিকে জন্ম বলেছেন। নতুন করে জন্ম না হলে কেউ আল্লাহ্‌র রাজ্য দেখতে পায় না।" ইউহোন্না ৩:৩। এটি যা অর্জন করে তা হল একজন ব্যক্তির জন্য মসীহের অনন্ত জীবনের উপহার। অবিলম্বে, ব্যক্তির রুহানী ক্ষুধা এবং স্নেহগুলি ঈসার মতো দেখতে পরিবর্তিত হয়। এখন এই নতুন ঈমানদার ধার্মিক আচরণ করতে চান এবং বেছে নিতে পারেন। জাগতিক গুনাহ্ আল্লাহর কাছে অসম্মানজনক আচরণকে প্রত্যাখ্যান করে। সে ব্যক্তি এখন রুহানীভাবে তা ভালোবাসে যা সে একসময় ঘৃণা করত এবং তা ঘৃণা করে যা সে একসময় পছন্দ করত।

কিন্তু, যে কোনো নবজাত শিশুর মতো, মসীহ-সদৃশের এই পরিবর্তন পৃথিবীতে ব্যক্তির জীবদ্দশায় ঘটে এবং মৃত্যুর পর মসীহ-সদৃশ হয়ে ওঠার এই কাজটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে এই রূপান্তরটি আংশিকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। মৃত্যুর পরে, এই রূপান্তর সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন হয়। একেবারে এবং সম্পূর্ণরূপে মসীহের সাদৃশ্যে পরিবর্তিত হওয়ার এটিকে ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষায় "গৌরবান্বিত" বলা হয়।

পৃথিবীতে, ঈমানদাররা "আদমের মাংস (গুনাহগার)" এবং মসীহের নিখুঁতরুহ মিলিয়ে জন্ম নেন। এইভাবে, সমস্ত ঈমানদার তাদের সমস্ত পার্থিব জীবনের কিছু পরিমাণে গুনাহ্ করতে থাকবে। এই কারণেই হজরত ঈসা তাঁর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের রাতে বিধান করেছিলেন যে প্রতিদিনের পরীক্ষা এবং সেই দিনের গুনাহর জন্য ক্ষমা চাওয়ার একটি নিয়মিত বিধান রয়েছে। হজরত ঈসা ব্যাখ্যা করেছেন [ইউহোন্না ১৩:১-১৭] "প্রতিদিন আমাদের পা ধোয়ার [দৈনিক গুনাহর জন্য হৃদয়ে অনুতাপ] প্রয়োজন।"

- লূক ১১:২ ঈসা তাঁদের বললেন, "যখন তোমরা মুনাজাত কর তখন বোলো, 'হে আমাদের বেহেশতী পিতা, তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক। তোমার রাজ্য আসুক।

আমাদের গুনাহর মধ্যে কেবলমাত্র আল্লাহর নিখুঁত ধার্মিক মানদণ্ডের জ্ঞাত, স্বীকৃত লঙ্ঘনই অন্তর্ভুক্ত থাকবে না, তবে এতে এমন গুনাহ্‌ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা আমরা করেছি এবং আমরা বুঝতে পারিনি যে এটি এমন। এই বিভিন্ন গুনাহ ধর্মতাত্ত্বিক পরিভাষাগুলিকে "বাদ দেওয়ার গুনাহ্" (যাদের আমরা জানি) বনাম "বাদ না দেওয়ার গুনাহ্" (অজানা গুনাহ্ বা উপেক্ষিত ভাল যা আমরা করতে ব্যর্থ হয়েছি) হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমাদের সকলের জন্য ইফিষীয় ২:৪-১০-এর নিম্নলিখিত সত্যটি নিয়মিত পড়া এবং মনে রাখতে হবে। মসীহে আমাদের নতুন জীবন একটি উপহার। আল্লাহ কখনও উপহার দেন না এবং পদত্যাগ করেন বা ফিরিয়ে নেন না! অনুগ্রহ অর্জিত বা হারানো যাবে না কারণ এটি সর্বশক্তিমান সার্বভৌম আল্লাহর পক্ষ থেকে অযোগ্য গুনাহগার লোকেদের জন্য একতরফা উপহার। আমরা এটি উপার্জন করিনি, আমরা এটি হারাতেও পারিনি।

- ইফিষীয় ২:৪-১০ কিন্তু আল্লাহ্ মমতায় পূর্ণ; তিনি আমাদের খুব মহব্বত করেন। এইজন্য অবাধ্যতার দরুন যখন আমরা মৃত অবস্থায় ছিলাম তখন মসীহের সংগে তিনি আমাদের জীবিত করলেন। আল্লাহ্‌র রহমতে তোমরা নাজাত পেয়েছ। আমরা মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছি বলে আল্লাহ্ আমাদের মসীহের সংগে জীবিত করে মসীহের সংগেই বেহেশতে বসিয়েছেন। তিনি এই কাজ করেছেন যেন তিনি তাঁর তুলনাহীন অশেষ রহমত আগামী যুগ যুগ ধরে দেখাতে পারেন। তিনি মসীহ্ ঈসার মধ্য দিয়ে আমাদের উপর দয়া করে যা করেছেন তাতেই তাঁর এই রহমত প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহ্‌র রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, **তা আল্লাহ্‌রই দান**। এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে। আমরা আল্লাহ্‌র হাতের তৈরী। আল্লাহ্ মসীহ্ ঈসার সংগে যুক্ত করে আমাদের নতুন করে সৃষ্টি করেছেন যাতে আমরা সৎ কাজ করি। এই সৎ কাজ তিনি আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন, যেন আমরা তা করে জীবন কাটাই।

সত্যি সত্যি, এটা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রেমআখ্যান যা কখনও বলা হয়নি!

করুণা আমাদের প্রতি আল্লাহর অযাচিত অনুগ্রহ। এটি আমাদের কাছে নাজাতের পথ এবং এটি আল্লাহর সামনে আমাদের বর্তমান অবস্থানের বর্ণনাও। এটি মসীহী জীবনের শুরু এবং অব্যাহত নীতি।

রহমতের অধীন একজন মানুষের আজ, আগামীকাল এবং চিরকাল আল্লাহর সামনে তার অবস্থান সম্পর্কে কোন বোঝা নেই। যাইহোক, যদি কেউ হজরত পৌলের মতো হয় তবে অন্যদের অনন্তরুহর জন্য বোঝা আছে।

অনুগ্রহে আমাদের অবস্থান আমাদের আশ্বস্ত করে: **মসীহ হজরত ঈসাতে বিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহর বর্তমান মনোভাব একটি অনুগ্রহ,** তাদের আনন্দ, সৌন্দর্য এবং আনন্দের দিক থেকে দেখে। তিনি শুধু আমাদের ভালোবাসেন না; তিনি আমাদের পছন্দ করেন কারণ আমরা হজরত ঈসাতে আছি।

অনুগ্রহে দাঁড়ানোর অর্থ হল: (ব্রুস এর মতে)

- আমাকে প্রমাণ করতে হবে না যে আমি আল্লাহর ভালবাসার যোগ্য।
- আল্লাহ আমার বন্ধু।
- প্রবেশের দরজা চিরতরে তাঁর জন্য উন্মুক্ত।
- আমি "স্কোর শীট" থেকে মুক্ত - অ্যাকাউন্টটি ঈসাতে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
- আমি আল্লাহর প্রশংসা করতে বেশি সময় ব্যয় করি এবং নিজেকে ঘৃণা করতে কম সময় ব্যয় করি।
- "প্রাক্তন বিদ্রোহীদের কেবল তাদের উপযুক্ত শাস্তি মওকুফ করে ক্ষমা করা হয় না; তাদের আল্লাহর কাছে উচ্চ অনুগ্রহের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে - এই অনুগ্রহ যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি।"

অনুগ্রহের অধীনে পুরুষ ও মহিলাদের যথাযথ মনোভাব (ডব্লিউ. নেয়েল এর মতে)

- ঈমান আনা, এবং অযোগ্য অবস্থায় ভালবাসার প্রতি সম্মতি দেওয়া হল মহান রহস্য।
- "সংকল্প" এবং "শপথ" করতে অস্বীকার করা; এর জন্য মাংসের উপর আস্থা রাখা।
- আশীর্বাদ পাওয়ার আশা করা, যদিও আরও বেশি মূল্যের অভাব উপলব্ধি করা।
- সর্বদা আল্লাহর কল্যাণের সাক্ষ্য দিতে।
- আল্লাহর ভবিষ্যৎ অনুগ্রহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া; তবুও তাঁর প্রতি বিবেকের মধ্যে আরও কোমল হতে হবে।
- আল্লাহর অনুগ্রহের চিহ্ন হিসাবে আল্লাহর শিক্ষনীয় হাতের উপর নির্ভর করা।

আপনার বন্ধুরা, WIFM ক্যাম্পাস